

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

111750 - ব্যক্তি কিভাবে যে কোন কর্ম পরিপূর্ণ করতে পারে?

প্রশ্ন

আমার সমস্যা হচ্ছে আমি যে কাজই শুরু করি সে কাজ শেষ করতে পারি না। হোক সে কাজ কার্যত আমি শুরু করছি; কথিবা শুরু করার নয়িত করছি। হোক সে কাজ আমার ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত কথিবা আমার দুনিয়াবী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। সবসময় আমি মাঝপথে এসে কটে পড়ি। আশা করি আপনারা আমাকে পরামর্শ দিবেন। ধন্যবাদ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পরামর্শ বা দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হবে না। আপনি যে সমস্যায় ভুগছেন সেটি একটি আচরণগত সমস্যা। এর সমাধান ও চিকিৎসা প্রয়োজন। শুধুমাত্র কিছু কথামালার ওয়াজ-নসহিত এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

এ সমস্যাকে কাটিয়ে উঠার জন্য আপনার যা করা কর্তব্য সেটো হচ্ছে- “কর্মটির শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া”। হতে পারে প্রথমবার সফলভাবে সমাধান করার অভিজ্ঞতা আপনাকে সকল কর্ম সফলভাবে শেষ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। এক্ষেত্রে আপনি দুইটি বিষয়ের সহায়তা নতি পারেন:

১। আপনি কাজগুলোকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে নতি পারেন। যাত করে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকেটি ধাপ শেষ করার মত আপনার উদ্যমতা থাকে এবং শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আপনি চেষ্টা চালিয়ে যতে পারেন। মানুষ বড় ও দীর্ঘ কাজগুলোকে খুব কঠনি জ্ঞান করে। তাই এমন বড় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভাগ ভাগ ও ধাপভিত্তিকি করে নয়ো বাঞ্ছনীয়।

২। ছোট ও দ্রুত শেষ করা যায় এমন কাজ নির্বাচন করা এবং কাজটি শেষ করার জন্যই শুরু করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “হে লোক সকল! তোমরা সে সব কাজ শুরু কর; যে কাজ করার মত তোমার সাধ্য রয়েছে” [সহিহ বুখারী (৫৮৬১) ও সহিহ মুসলিম (৭৮২)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, নিয়মতি আমল; সেটো কম হলও” [সহিহ বুখারী (৬৪৬৪) ও সহিহ মুসলিম (৭৮৩)]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নববী বলেন: অর্থাৎ তোমরা কোন ক্ষতি ছাড়া যবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাধ্য রাখ। এ হাদিসে ভারসাম্য রখে ইবাদত করা ও অতিরিক্ত মগ্নতা এড়িয়ে চলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসটিনামাযরে সাথে খাস নয়। বরং সটেকিকল নকে আমলরে ক্ষতেরে আম।”[সমাপ্ত]

[শারহু নাওয়ানি আলা মুসলমি (৬/৭০-৭১)]

আমরা আপনাকে কিছু বই ও এডুকশেনাল স্টাডিজ সংক্রান্ত কিছু গবেষণা পড়ার পরামর্শ দচ্ছি; যাতে করে সেগুলো থেকে আপনি উপকৃত হতে পারনে। যমেন- শাইখ নাসরে আল-উমর রচতি ‘আল-ফুতুর আসবাবুহু ও ইলাজুহু’, ড. মুহাম্মদ মুসা আল-শরফি ‘আজযুস সিকাত’।

আল্লাহই ভাল জাননে।